নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়

স্বদেশ-বিদেশ ডেস্ক ::
'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ' এই প্রতিপাদ্যকে তুলে ধরে দি হেগস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজিত 'ব্রেইনচেইন' - স্থানীয় সুশীল সমাজের একটি সংগঠন যারা অনাবাসী বাংলাদেশীদের সাথে স্থানীয় বাংলাদেশীদের মেলবন্ধনে নিয়োজিত - এর সহযোগিতায় নেদারল্যান্ডসে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার্থে নেদারল্যান্ডসে আসা নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

দূতাবাসে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, অ্যালামনাই, শিক্ষাবিদ এবং প্রবাসী উদীয়মান পেশাজীবীগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়ই ছিল নতুন আগত ছাত্র-ছাত্রী, যারা ২০১৯ সালে নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো, নেদারল্যান্ডসে আগত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেখানে তারা তাদের চিন্তা-চেতনা এবং সমস্যা সমূহ নিজেদের এবং দূতাবাসের সঙ্গে বিনিময় করতে পারে এবং একইসঙ্গে অ্যালামনাই ও অন্য সংশ্লিষ্টদের অভিজ্ঞতা/পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে।

তবে সকল আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিভাবে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহযোগী হওয়া যায়। নেদারল্যান্ডসের সর্বোত্তম শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ বাংলাদেশে যথাযথভাবে প্রয়োগের নিমিত্তে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এধরণের নেটওয়ার্কিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নেদারল্যান্ডসের ইরাসমাস বিশ্ববিদ্যালয়-রটারড্যাম, মাস্ট্রিট স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট, ওয়াখেনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়, দি হেগ ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস, রটারড্যাম ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস, হান ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস, টোয়েন্টি বিশ্ববিদ্যালয়, আইন্দোভেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল স্ট্যাডিজ (আইএসএস), অ্যামস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়, ডেলফট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ফন্টিস ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস-এ অধ্যয়নরত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে আগত নতুন ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং পেশাজীবীদের স্বাগত জানিয়ে নেদারল্যান্ডসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শেখ মুহম্মদ বেলাল তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রতি আলোকপাত পূর্বক ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের 'উদ্ভাবনী' এবং 'সৃজনশীল' অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দেশের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত হবার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত নেদারল্যান্ডসের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলাদেশও কিভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষানুরাগীদের তাদের মতামত/পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি মন্তব্য করেন 'আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা বিশালায়তনের উৎপাদনমুখী জ্ঞানকে ধারন করতে পারে, কেননা এই জ্ঞানের প্রতিটি অংশ সে সমাজ তার সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। (এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়)

'ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিও'তে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ

স্বদেশ-বিদেশ ডেস্ক ::
জাপানের রাজধানী টোকিওতে আজ বুধবার থেকে শুরু হওয়া ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিও-২০১৯ এ অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা সকালে মেলায় বাংলাদেশের স্টলগুলো পরিদর্শন করেন এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আয়োজন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

মেলার পাশাপাশি বুধবার সকালে মেলার সেমিনার ভেন্যুতে জাপানে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে সহযোগিতা করে জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো), ইউনাইটেড ন্যাশন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইউনিডো), জাপান ও টোকিও চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, জাপান-বাংলাদেশ কমিটি ফর কমার্শিয়াল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন এবং জাপান টেক্সটাইল ইম্পোরটারস অ্যাসোসিয়েশন। শতাধিক জাপানী ক্রেতা প্রতিষ্ঠান সেমিনারে যোগদান করেন।

সেমিনারে দেওয়া স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, বাংলাদেশি বিভিন্ন কোম্পানি তাদের উৎপাদিত উন্নতমানের দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে জাপানের বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে যা জাপানে বাজার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তিনি আরো বলেন, জাপান-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাপান বাংলাদেশের জন্য এশিয়ায় প্রথম এবং বিশ্বে সপ্তম রপ্তানি গন্তব্য। রাষ্ট্রদূত দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন, এই মেলা জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্ক আরো গভীর করতে সহায়তা করবে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ইয়াসুজিরো মিয়াকে, ইউনিডোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসার মিজ ইকুয়ে তোশিনাগা এবং মারুহিসা কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মাশাহিরো হিরাইশি। আলোচকগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ এবং বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার কথা সবার কাছে তুলে ধরেন।

টোকিও বিগ সাইটের দক্ষিণ হলে অনুষ্ঠিত 'ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিও-২০১৯' মেলায় এবার বাংলাদেশ থেকে প্রায় চল্লিশটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশের পোশাক ও চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের আধুনিক, রুচিসম্মত ও উন্নতমানের দ্রব্যাদির প্রদর্শন করছেন। টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো মেলায় বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীগণ আশা করছেন এই আয়োজন জাপানিসহ অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয়, মতবিনিময় এবং অধিক সংখ্যক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীগণ মনে করেন মেলাটি দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম প্লাটফর্ম হিসাবে রূপ নিবে।

মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে প্রচুর দর্শক সমাগম দেখা যায়। মেলাটি চলবে আগামী ৪ অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত।

গ্রীসে দিনব্যাপী লোক সঙ্গীত উৎসব উদযাপন

স্বদেশ-বিদেশ ডেস্ক ::
প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গ্রিসে লোক সঙ্গীত উৎসব-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে পশ্চিম আখাইয়া, মানোলাদার লাপা প্রাইমারি স্কুল অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনোদনের লক্ষ্যে দিনব্যাপী এই লোক সঙ্গীত উৎসবের আয়োজন করে। এসময় লাপা প্রাইমেরি স্কুল প্রাঙ্গণ বাংলাদেশি প্রবাসী সঙ্গীতপ্রেমিদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

গ্রীসে বাংলা সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দূতাবাসের এই আয়োজনে সাড়া দিয়ে প্রবাসীরা গ্রীক বন্ধুদের সাথে নিয়ে আসেন এবং লাপা প্রাইমারি স্কুল অডিটোরিয়াম প্রায় চারশত বাংলাদেশি এবং গ্রীক নাগরিকদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়।

দূতাবাসের কাউন্সেলর (শ্রম) ড. সৈয়দা ফারহানা নূর চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রীসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম আখাইয়ার ভাইস মেয়র মি. ওরলোফ ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটি বোর্ডের সদস্য মি. তাপিনোস, লাপা প্রাইমেরি স্কুলের পরিচালক মি. পোমনিস এবং লাপার সভাপতি মি. লাগোস। এ সময় বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রীসের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট, সাধারণ সম্পাদক, গ্রীস আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রীসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী এবং জেলা ও বিভাগভিত্তিক আঞ্চলিক (এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়)

নাইজেরিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশের 'শ্রেষ্ঠ বিদেশি' পুরস্কার লাভ

স্বদেশ-বিদেশ ডেস্ক ::
নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন আবুজা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ২৩ সেপ্টেম্বর নাইজেরিয়ার ফেডারেল ক্যাপিটেল টেরিটোরি (এফসিটি)-বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হাজিয়া ড. রামাতু তিজানি আলিয়ু এবং শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মারিয়ম কাতাগুম মেলার ১২তম বার্ষিক আয়োজনের (২১ সেপ্টেম্বর - ২ অক্টোবর) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. শামীম আহসান, এনডিসি ছাড়াও অনেক দেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের ?অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ কূটনীতি'-কে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার নীতির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের স্টলে তার নিজস্ব সংগ্রহের নানাবিধ রপ্তানি পণ্য স্থান পায়। সমাপনী দিবসে ২ অক্টোরব আয়োজক আবুজা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ স্টলকে 'শ্রেষ্ঠ বিদেশি অংশগ্রহণকারী দেশ' হিসেবে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন যা নাইজেরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। পুরষ্কার গ্রহণকালে হাইকমিশনার নাইজেরিয়ার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের প্রতি বাংলাদেশ হতে পণ্য আমদানি ও বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানাবিধ উপকরণ দিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো প্রথম বারের মতো অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের বৃহৎ স্টলে তৈরি ওষুধ, সিরামিক দ্রব্য, পাট ও চামড়ার তৈরি বিভিন্ন পণ্য, তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, চা, পাট পাতার চা, প্লাস্টিক ও মেলামাইন সামগ্রী, বিবিধ মসলা, আচার, শুকনো খাবার, ভোজ্য তেল, চাল, আটা, পার্ল, নকশী কাঁথা, জামদানি, সিল্ক ও মসলিনের শাড়ি, হস্তশিল্প, জুতা, ইত্যাদি স্থান পায়। প্রতিদিন মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দুই মন্ত্রী ছাড়াও নাইজেরিয়ার সেনা প্রধান বাংলাদেশ স্টলে ঘুরে দেখেন। রপ্তানি পণ্য ছাড়াও বিনিয়োগ, বাণিজ্য, পর্যটন সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রকাশনা এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার ওপরে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ব্যানার ও পোস্টার দিয়ে স্টলটিকে সুসজ্জিত করা হয়। একইসঙ্গে, প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং বিনিয়োগের সুবিধাদি তুলে ধরা হয়। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ও বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনার মেলা চলাকালীন (এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়)

প্যারিসে শারদীয় দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ::
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ৯টি অস্থায়ী পূজা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এসব পূজার আয়োজক বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়।

প্রতিটি মণ্ডপে সাজানো হয়েছে নান্দনিক সাজে। ৪ অক্টোবর শুক্রবার ষষ্টি পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ উৎসবে প্রতিদিনই আয়োজন করা হচ্ছে বিশেষ পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, লন্ডন, ভারতীয় শিল্পী ও ফ্রান্সের স্থানীয় শিল্পীরা অংশ নিচ্ছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর মণ্ডপে ভিড় করছেন বাংলাদেশি ভক্ত ও দর্শনার্থীরা ।

শনিবার পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজি ইমতিয়াজ হোসেন, দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সরি দয়াময়ী চক্রবর্তী, প্রথম সচিব নির্ঝার অধিকারী, ফ্রান্স বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি দেবেশ বড়ূয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহা. আব্দুল মালেক হিমু, অধ্যাপক অপু আলম, দেলওয়ার হোসেন সেলিমসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ফ্রান্সের সভাপতি সুশীল বণিক, (এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়)

মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রথম ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী চীনে

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং চীনের জিয়াংসু মেরিটাইম ইনস্টিটিউট এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী চীনে যাচ্ছে।

সমঝোতা স্মারক অনুসারে চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা ৪ (চার) বছর মেয়াদী এই কোর্সের প্রথম বছর বিএমইটি পারিচালিত ৬টি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) থেকে সমাপণ করে পরবর্তী তিন বছর চীনের জিয়াংসু মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে সম্পন্ন করবে। কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীরা চায়নাশিপে কাজ করার সুযোগ পাবে। প্রথম ব্যাচ কোর্সটি সফল ভাবে সম্পন্ন করতে পারলে পরবর্তীতে প্রতি বছর ৭৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী চীনে এই ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবে।

আইএমটি থেকে নির্বাচিত ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে চীনে গমন উপলক্ষে আজ বেলা ১১টায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত মেধাবী। আর এই মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশে-বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হবে। সেই সাথে একেকজন প্রশিক্ষণার্থীকে শুভেচ্ছা দূতের মতো কাজ করতে হবে।

সচিব মোঃ সেলিম রেজা বলেন, ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে মেরিটাইম বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তী ব্যাচের চীনে প্রশিক্ষণের সুযোগ নির্ভর করছে প্রথম ব্যাচের সফলতার উপর উল্লেখ করে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের এই প্রশিক্ষণে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে ভালো ফলাফল করার আহবান জানান। দক্ষ কর্মী তৈরিতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে সচিব বলেন, বর্তমান সরকার দেশে-বিদেশে যে উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে । যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরি করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শেখ রফিকুল ইসলাম, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ সারোয়ার আলম, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো (বিএমইটি)'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মোঃ নুরুল ইসলাম প্রমুখ।